POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
20
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 18 ই মে, 2017 18 হিজরত, 1396 হিজরী শামসী 21 শাবান 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যখন নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যাহা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং উর্দ্ধগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পসন্দ করে। তোমরা 'তওবার' বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায় হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপ থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর যাহা ক্রমশঃ তোমাদের দিকে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পারে-স্বয়ং খোদা তা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন- 'ওয়াসতাঈনু বিস সাবরে ওয়াস সালাত'। অর্থাৎ নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর।

নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা তসবীহ্, (মহিমা কীর্তন) 'তাহমীদ' (প্রশংসা কীর্তন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্র ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও দরূদ সহ সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যাহা সংঘটিত হওয়া তোমাদের প্রকৃতির জন্য আবশ্যকীয়।

১) প্রথমে যখন তোমাদিগকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ- তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক গ্রেপতারী পরওয়ানা জারি করা হইল; তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুতঃ এই অবস্থা অবনতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যোহরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহার ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হইতে আরম্ভ হয়।

২) দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-যখন তোমরা গ্রেপতারী পরওয়ানা দ্বারা গ্রেপতার হইয়া হাকিমের সমীপে উপস্থিত হও। এই অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া আসে ও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, এখন সূর্য অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট। এইরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসরের নামাযের সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

৩) তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, অর্থাৎ যেন তোমাদের নামে চার্জশিট (দোষী সাব্যস্ত করে লিখিত পত্র) লিখিত হয় এবং তোমাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং তোমরা নিজদিগকে কয়েদী জ্ঞান করিতে থাক। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সৃদশ যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিবালোকের সকল আশার অবসান হয়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৪) চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন বিপদ বস্তুতই তোমাদের উপর পতিত হয় এবং ইহার ঘন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; যথা চার্জশিট অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদিগকে শোনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্য কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। এই অবস্থা সেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ছাইয়া যায়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এশার নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৫) অতঃপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় এবং তোমাদিগকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন অন্ধাকারের পর প্রাতঃকাল দেখা দেয় এবং দিনের সেই আলো আবার আপন উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ফজরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

খোদা তা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা

এরপর দুইয়ের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আধ্যাত্মিক জগতের বসন্ত ঋতু রমযানুল মুবারক এবং রহমতের দরজা ওয়াকফে জাদীদ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপা আমাদের জীবনে আরও একবার রমযান মাস স্বমহিমায় তার যাবতীয় কল্যাণসহকারে আসতে চলেছে। রমযান মাস আধ্যাত্মিক জগতে বসন্ত ঋতুর ন্যায়। এটি পুণ্যের মাস। নিজের দুর্বলতা এবং উদাসীনতা দূর করার জন্য এটি প্রশিক্ষনের মাস। ঐশী ভালবাসাকে আকর্ষণ করার এবং সদকা খয়রাত করার মাস। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই আধ্যাত্মিক মাস থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এই পবিত্র মাসে সকল প্রকার ইবাদতের পাশাপাশি যাবতীয় ত্যাগ ও কুরবানীরও উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক কুরবানী বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে। এই মাসে মহানবী (সা.) কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। ক্ষিপ্রতার দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়াও তাঁর বদান্যতা ও উদারতার মোকাবিলা করতে পারত না।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

" যদি ইসলামের সমর্থনে তোমরা মুক্ত হস্তে দান কর তবে তৎক্ষণাৎভাবে তোমাদের নিজেদের জন্যও সর্বশক্তিমত্তার (আল্লাহ্‌র) হাত প্রকাশিত হয়ে যায়। এই পথে ব্যায় করলে কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় না। সাহসিকতা তৈরী হয়ে গেলে খোদা তা'লা স্বয়ং সাহায্যকারী হয়ে যান। মহানবী (সা.)-এর আনসারদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখ যে, তাঁরা কীভাবে কাজ করেছেন! যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, ধর্মের সাহায্য করলে ধন-সম্পদের উৎস তৈরী হয়ে যায়। "

(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) এই পবিত্র মাস সম্পর্কে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেন:

" হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এই মাসটি কৃপারাজি লুঠ করে নেওয়ার মাস। খোদা আকাশ থেকে ধরাপৃষ্ঠে কেবল এই কারণে এসেছেন, যাতে তাঁর বান্দারা তাঁর নিকট যাচনা করে এবং তাঁর রহমত, মাগফেরাত, কৃপা এবং সন্তুষ্টির অধিকারি হয় এবং তাঁর জ্যোতিঃ থেকে নিজেদের অন্তরসমূহকে জ্যোতির্মাণ্ডিত করে।"

তিনি আরও বলেন:

" খোদা তা'লা তা'লার রহমতের একাধিক দরজার মধ্যে যে একটি রহমতের দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে সেটি হল ওয়াকফে জাদীদের দরজা। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আমাদের জন্য পুণ্য অর্জন এবং রহমত সঞ্চয় করার উপকরণ তৈরী করে দিয়েছেন।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৬৬)

ইনশাল্লাহ্ তা'লা পূর্বের ন্যায় এই বছরও রমযানুল মুবারকের শেষে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পূর্ণকারী ব্যক্তি/জামাত/জেলাসমূহের নাম দোয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে প্রেরণ করা হবে। অতএব ওয়াকফে জাদীদের সমস্ত মুজাহীদগণের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই পবিত্র মাসে নিজেদের চাঁদা পুরণ করে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মকবুল দোয়া থেকে সমধিক অংশ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, এবং জামাতের সমস্ত পদাধিকারিগণ এবং মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, এই পবিত্র মাসে সম্পূর্ণ চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদের তালিকা নির্দিষ্ট ফর্মে পুরণ করে ২৫ শে রমযান পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদ দপতরে পাঠিয়ে দিন। জাযাকুমুল্লাহ্।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে নিজেদের ওয়াদাসমূহ যাচাই করার এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী সঠিক অর্থে পুরণ করে হুযুর আনোয়ারের প্রত্যাশার অতীত বৃদ্ধি সহকারে ওয়াকফে জাদীদের লক্ষ্য শীঘ্র পুরণ করার তৌফিক দান করুন।

(নাযিম মাল ওয়াকফে জাদীদ, ভারত)

দুইয়ের পাতার পর...

হইতেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, এই সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। সুতরাং যদি তোমরা এইসকল বিপদ হইতে বাঁচিতে চাও তাহা হইলে এই পাঁচ বারের নামায পরিত্যাগ করিও না কারণ এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ।

নামাযে ভারী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি (নিয়তি) আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের উদয়নের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমণ করে।

(কিশতি নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪)

যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই অতিবাহিত হয় সেটি রমযান নয় এবং যে তাহরীকে জাদীদ আত্মার সতেজতা লাভ ছাড়া অতিক্রান্ত হয় সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়।

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) পবিত্র রমযান মাসের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের গভীর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

" যদি তোমরা রমযান থেকে উপকৃত হতে চাও তবে তাহরীকে জাদীদের উপর আমল কর এবং যদি তাহরীকে জাদীদকে উপকৃত করতে চাও তবে রোযা থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। তাহরীকে জাদীদ হল অনাড়ম্বরপূর্ণ সরল জীবন যাপন করা এবং নিজেকে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোলা। রমযান তোমাদের এই শিক্ষা দান করতেই আগমণ করে। অতএব যে উদ্দেশ্যে রমযান এসেছে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য সংগ্রাম কর। .... প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদময় হয় এবং তার তাহরীক জাদীদে যেন রমযানের বৈশিষ্টাবলী তৈরী হয়। রমযান আমাদের মধ্যে আত্ম-ত্যাগের বৈশিষ্ট এনে দেয় এবং তাহরীক জাদীদ যেন আত্মার জন্য সতেজতা সৃষ্টিকারী হয়। অতএব আমি যখন বলেছি যে, রমযান থেকে উপকৃত হও, তখন আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি যে, তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে রমযানের আালোকে অনুধাবন কর। এবং আমি যখন একথা বলেছি যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি মনোযোগ দাও, তখন ভিন্ন বাক্যে আমি একথা বলতে চেয়েছি যে, তোমরা সর্বাবস্থায় নিজেদের উপর রমযানের বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে রাখ এবং নিজের মধ্যে প্রকৃত কুরবানীর অবিরাম ধারার অভ্যেস গড়ে তোল। যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায় সেটি রমযান নয় এবং যে তাহরীকে জাদীদ আত্মার সতেজতা ছাড়া অতিক্রম করে সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়।"

(খুতবা জুমা, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮৩)

এই প্রসঙ্গেই ১১ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালের খুতবা জুমায়র শেষে হুযুর (রা.) জামাতকে তাহরীকে জাদীদে চাঁদা প্রদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

" রমযানের আগামী শেষ দশটি দিন তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে বিগত কুরবানীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যায় কর। যারা বিগত বিগত বছরগুলিতে কুরবানী করার তৌফিক পেয়েছেন তারা সেই কুরবানীর জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কাছে সকল কুরবানী উপস্থাপনকারীর জন্য দোয়া করুন যে তারা ধর্মের সম্মান ও দৃঢ়তার জন্য যে কুরবানী করেছে তার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের উপর নিজ কৃপা ও আশিস বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য স্বীয় ভালবাসা ও কল্যাণ বর্ষণ করেন, সেই ভালবাসা এবং নিষ্ঠা অনুসারে যেভাবে তারা আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করেছিল। আমীন।"

(আল-ফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮)

জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের মধ্যে প্রথম থেকে এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, তারা সব সময় রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদে নিজেদের ওয়াদাসমূহ একশত ভাগ পুরণ করে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও কল্যানরাজি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে থাকেন। অতএব যখন আল্লাহ্ তা'লার তৌফিকে আমরা আরও একবার অশেষ ঐশী কৃপা ও কল্যাণপূর্ণ এই মাসে প্রবেশ করতে চলেছি, তখন তাহরীকে জাদীদের সকল স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, আপনারা নিজেদের অনবদ্য জামাতী রীতিকে বহাল রেখে ২০ শে রমযান অর্থাৎ ১৬ জুন পর্যন্ত নিজেদের জামাতের সদস্যবৃন্দের সম্পূর্ণ চাদা আদায় করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মকবুল দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

সমস্ত জেলা স্তরীয় ও স্থানীয় আমীর, সদর, তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী এবং মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেবগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, অনুগ্রহপূর্বক নিজের নিজের জামাতের একশতভাগ চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিদের তালিকা ১৬ জুনের পূর্বে ডাকযোগে এবং ২১ জুন পর্যন্ত ই-মেলের মাধ্যমে ওকালাত মাল তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানে পাঠিয়ে দিন যাতে সমস্ত জামাতের সম্মিলিত তালিকা ২৯ রমযানের ইজতেমায়ী দোয়ার জন্য সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ্ তা'লা খায়রান।

(ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

আমাদের লোকদের অভ্যাস হল, তারা শেষ মুহূর্তে কাজ আরম্ভ করে আর এই আত্মপ্রসাদ নিতে থাকে যে, কাজ হয়ে যাবে। এটি খোদার কৃপা যে, কোন কোন কাজ হয়েও যায়। জরুরী ভিত্তিতে যেভাবে জামা'তে আহমদীয়ার কাজ হয়, এভাবে হয়তো অন্য কারো কাজ হয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সময়ের পূর্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করব না।

আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিন এবং আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হওয়া থেকে তাদের দূরে রাখুন আর বাস্তবতা বুঝে কাজ করার তৌফিক দিন। আপনারা ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচন করেছেন, আপনাদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের কাজের বাধা-বিপত্তি থেকে উত্তরণ এবং বিচক্ষণতার জন্য নিয়মিত দোয়া করে যাওয়া।

জামা'ত ইনশাআল্লাহ্, বড় হবে এবং হচ্ছে। আমরা যে জায়গাই ক্রয় করব, তা অপর্যাপ্ত। কিন্তু একটি জায়গা ক্রয় করে আলস্যের কারণে বেশ কয়েক বছর ব্যবহার না করে একথা বলা যে, এ জায়গাও অপর্যাপ্ত, এটি কোন উত্তর হলো না আর এটি বুদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক নয়।

লাহোরের সাবযাযার-এর মাননীয় প্রফেসর ডক্টর আশফাক আহমদ সাহেব শহীদ, ভারতের ইস্ট গোদাবরীর মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় এইচ নাসেরুদ্দীন সাহেব এবং সাহেবযাদা মির্যা খুরশেদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সাহেবযাদী আমাতুল ওহীদ বেগমের মৃত্যু। মরহুমীনদের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

উপরোক্ত মরহুমীনদের কতিপয় গুণাবলী এমন যা জামাতের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পুণ্যের দিশারী আর এগুলিই আমাদের মধ্যে অনেকের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অনেকের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, তাই আমি এই মরহুমদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ না করে বিশদভাবে উল্লেখ করব। তাদের জীবনের যে দিকগুলো আমার সামনে আনা হয়েছে বা আমি যা জানতাম, এগুলো এমন বা এর প্রত্যেকটি এমন যে তাদেরকে مَنْ قَضٰی نَحْبَہٗ (আল-আহযাব: ২৪) -এর সত্যায়নকরীতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ, যারা নিজেদের অঙ্গিকার ও উদ্দেশ্য পূর্ণকারী ছিলেন, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন আর সেই অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ফ্রাঙ্কফোর্টের রনহামে প্রদত্ত ১৪ ই এপ্রিল , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৪ শাহাদাত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সর্ব প্রথম আমি এটি বলতে চাই যে, জুমুআর জন্য জামা'ত এখানে আজ জায়গা ভাড়া করেছে। আর বলা হচ্ছে যে, আগামী জুমুআও এখানেই হবে। বিমানবন্দর কাছে হওয়ায় উড়োজাহাজের আনাগোনার ফলোশ্রুতিতে জাহাজের শব্দ আসতে পারে, কোন কোন সময় শব্দের মাত্রা প্রকট হতে পারে। উড়োজাহাজের আওয়াজ সত্ত্বেও আমি চাইব, আমার আওয়াজ যেন আপনাদের কানে পোঁছে যায় আর সেই শব্দও যেন আপনাদের বোধগম্য হয়। এখন যেভাবে আওয়াজ আসছে, তা সহনীয় পর্যায়েই রয়েছে, এটি বায়ু প্রবাহের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বলা হয় যে, বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ যদি এই মুখী হয়, তবে আওয়াজ বেশি আসবে আর বিপরীত মুখী হলে শব্দের তীব্রতা কিছুটা কম হবে। যাহোক, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বায়তুস সবুর মসজিদে জুমুআ পড়া সম্ভব ছিল না আর ন্যায্য ভাড়ায় অন্য কোথাও হল রুম জামা'ত পায় নি বা পাওয়া সম্ভব হয় নি। আমার মনে হয়, যদি সময়মত চেষ্টা করা হতো, তাহলে পাওয়া সম্ভব হতো। যাহোক, আমাদের লোকদের অভ্যাস হল, তারা শেষ মুহূর্তে কাজ আরম্ভ করে আর এই আত্মপ্রসাদ নিতে থাকে যে, কাজ হয়ে যাবে। এটি খোদার কৃপা যে, কোন কোন কাজ হয়েও যায়। জরুরী ভিত্তিতে যেভাবে জামা'তে আহমদীয়ার কাজ হয়, এভাবে হয়তো অন্য কারো কাজ হয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সময়ের পূর্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করব না। এই আত্মপ্রসাদ এবং মনোযোগের অভাব আর গুরুত্ব না বোঝার ফলশ্রুতিতেই বায়তুস সবুহ-র সঙ্গে নতুন ক্রয় করা ভবন বায়তুল আফিয়াত-এও এখন পর্যন্ত জুমুআ পড়ার বা অন্য কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি পাওয়া যায় নি।

গত বছর আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন জলসায় বায়তুস সবুহ-তে জুমুয়া পড়ানো হয়েছিল। জায়গার অভাবের জন্য মহিলাদের এবং আশাপাশের জামা'তগুলোকে জুমুআতে আসতে বারণ করা হয়েছিল। তখন আমি জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে বলেছিলাম, অতিসত্বর বায়তুল আফিয়াত ব্যবহারের অনুমতি নিন, যেন ভবিষ্যতে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। রিপোর্ট অনুসারে তখন থেকেই তারা আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করছে কিন্তু কাউন্সিল অনেক ছোট ছোট আপত্তি উত্থাপন করে চলেছে। এ সব কথা এদেরকে প্রথমেই সামনে রাখা উচিত ছিল। কাউন্সিল পরিষদ এদের অধীনস্থ নয় যে, সেখানে গেলেই তারা অনুমতি পেয়ে যাবে। যখন এই ভবনটি ক্রয় করা হয়েছিল, তখন থেকেই নিষ্ঠার সাথে ও তাৎক্ষণিকভাবে এটিকে ব্যবহারের অনুমতি আদায় এবং যে সমস্ত পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল সে উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যদি তা হয়ে যেত, তাহলে আজকে আমরা এত সমস্যার সম্মুখীন হতাম না। যদিও এদের মতে আজকের জায়গাটি অনেক বড় ছিল, কিন্তু ঈস্টারের ছুটির কারণে অধিক সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছে। এই স্থান সংকুলানের সমস্যা বায়তুল আফিয়াতেও হতো। কিন্তু সাধারণ জুমুআ বা অন্য জুমুআ সেখানে পড়া সম্ভব ছিল। দু'তিন বছর হয়ে গেছে, এ ভবন ক্রয় করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি ব্যবহারের পথে কিছু বাধা রয়েছে। যখন এ ভবন ক্রয় করা হয়, তখন বিশ্বের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। মুসলমানদের প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল আর এ কারণে স্বল্প সময়ে অনুমতি পাওয়া সম্ভব ছিল, যদি তখন কাজ আরম্ভ হতো। কিন্তু আজ মুসলমানদের সম্পর্কে এদের রক্ষণশীলতা অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণে সমস্যাবলী সামনে আসছে, হয়তো আমীর সাহেব ও ব্যবস্থাপনা বলবে যে, কারণ এটি নয়, এটিই ভবিতব্য ছিল। কিন্তু যাহোক, এটি এদের অলসতা এবং সব কাজকে অনর্থক বিলম্বিত করার বদভ্যাস, এ কারণে আজকে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিন এবং আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হওয়া থেকে তাদের দূরে রাখুন আর বাস্তবতা বুঝে কাজ করার তৌফিক দিন। আপনারা ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচন করেছেন, আপনাদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের কাজের বাধা-বিপত্তি থেকে উত্তরণ এবং বিচক্ষণতার জন্য নিয়মিত দোয়া করে যাওয়া।

যাহোক, কয়েক মিনিটের ভিতর আমরা তিন চারটি উড়োজাহাজ যাওয়ার আওয়াজ শুনেছি। এটি তো এখন আমাদের সহ্য করতে হবে। অন্য যে সব বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল তা হল, সীমিত সংখ্যক লোককে জুমায় আসতে বলা আর মহিলাদেরকে আসতে নিষেধ করা। পাকিস্তানে বা যে সব দেশে জামা'তের বিরোধিতা রয়েছে আর পরিস্থিতির কারণে সেখানে মহিলাদেরকে জুমুআতে আসতে বারণ করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় জুমুআ পড়া হয়, কোন নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়া হয় না। আলজেরিয়াতে পুরো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কোন কেন্দ্রে, এমনকি ঘরেও একত্রিত হওয়ার অনুমতি নেই। সেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ আইনের কারণে এবং শত্রুর ভয়ে এমনটি হচ্ছে। এখানে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, সেখানে এ সব বিধি-নিষেধ হয়তো আমাদের অলসতা এবং বিষয়ের গুরুত্ব না বুঝার কারণে হয়েছে আর হচ্ছে। যাহোক, পরবর্তী জুমুআগুলোর জন্য দোয়া করুন। অর্থাৎ, অব্যবহিত পরের জুমুআ নয়। ভবিষ্যতে যখনই আমার আসার প্রোগ্রাম হবে, তখন বায়তুল আফিয়াত ব্যবহারের যেন অনুমতি পাওয়া যায় বা কমপক্ষে যেন এমন জায়গা তাদের হস্তগত হয়, যেখানে খুব সহজেই সবার স্থান সংকুলান হয়। এই স্থান স্বল্পতা বায়তুল আফিয়াতেও সাময়িকভাবে দূর হওয়া সম্ভব। জামা'ত ইনশাআল্লাহ্, বড় হবে এবং হচ্ছে। আমরা যে জায়গাই ক্রয় করব, তা অপর্যাপ্ত। কিন্তু একটি জায়গা ক্রয় করে

আলস্যের কারণে বেশ কয়েক বছর ব্যবহার না করে একথা বলা যে, এ জায়গাও অপর্যাপ্ত, এটি কোন উত্তর হলো না আর এটি বুদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক নয়।

যাহোক, আজকের খুতবার জন্য আমি ভিন্ন কোন বিষয় নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের জানাযার নামায পড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু কথা সামনে এসেছে, তাই ভাবলাম যে, আজকে তাদের কথাই উল্লেখ করব, যাদের একজন শহীদ,একজন জামা'তের মুবাল্লেগ ও মুরব্বী এবং আরেকজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্রী। তাদের কতক গুণাবলী এমন, যা জামা'তের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য পুণ্যের দিশারী আর এ কথাগুলো এমন, যা আমাদের অনেকের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। অনেকের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, তাই আমি এই মরহুমদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ না করে বিশদভাবে উল্লেখ করব। তাদের জীবনের যে দিকগুলো আমার সামনে আনা হয়েছে বা আমি যা জানতাম, এগুলো এমন বা এর প্রত্যেকটি এমন যে তাদেরকে مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ (আল-আহযাব: ২৪) -এর সত্যায়নকরীতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ, যারা নিজেদের অঙ্গিকার ও উদ্দেশ্য পূর্ণকারী ছিলেন, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন আর সেই অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

এদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি হলেন, আমাদের শহীদ ভাই, প্রফেসর ডা. আশফাক আহমদ সাহেব, যাকে গত জুমুআর দিন শহীদ করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসার ডা. আশফাক সাহেব, লাহোরের শেখ সুলতান আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার বয়স ছিল ৬৮ বছর। গত জুমুআয়, জুমুআর নামায পড়া জন্য নিজে গাড়িতে করে বায়তুত তওহীদে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন মোটর সাইকেল আরোহী তাঁকে গুলি করে শহীদ করে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। বিস্তারিত সংবাদ অনুসারে ঘটনার দিন মরহুম তার ১২ বছরের পৌত্র শাহ্ যেব এবং সাবযাযার হালকার এক বন্ধু জহির আহমদ সাহেবের সাথে জুমুআর জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। শহীদ মরহুম নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তার পৌত্র তার পাশেই দ্বিতীয় সিটে বসেছিলেন আর অন্য বন্ধু ছিলেন পিছনে। সাবযাযার থেকে যখন মুলতান রোডে পৌঁছেন, যেখানে রাস্তার মেরামতের কাজ চলার কারণে ট্রাফিক বন্ধ ছিল। গাড়ি থামতেই হেলমেট পরিহিত মোটর সাইকেল আরোহী ড্রাইভিং সিটের পাশে এসে তার কানের পাশে পিস্তল রেখে গুলি করে, ফলে গুলি মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায় আর ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। বাকি দুজন অক্ষত এবং নিরাপদ ছিলেন। তাদেরকে তারা কিছু বলে নি।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তাঁর দাদার মাধ্যমে সেই সময় আসে, যখন লুধিয়ানাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুভাগমন হয়। তাঁর বংশের সম্পর্ক ভারতের পূর্ব পঞ্জাবের সাঙ্গরুরের সাথে। এ অঞ্চলের পীর জনাব মিরা বখশ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণের পর শহীদ মরহুমের দাদাকে আহমদীয়াতের আমন্ত্রন জানান। শহীদ মরহুমের দাদা তাঁর বংশের সকল সদস্যসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পাকিস্তান গঠনের পূর্বেই শহীদ মরহুমের দাদা ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর দাদি শ্রদ্ধেয়া আয়শা সাহেবা পরিবারকে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর পরিবারসহ ভারত থেকে লাহোরে হিজরত করেন। কিছু দিন ক্যাম্পে অবস্থানের পর লাহোরের সন্ত নগরে বসতি স্থাপন করেন, যেখানে ১৯৪৯ইং সনে মরহুমের জন্ম হয়। কয়েক বছর পর পরিবার রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা তার রাবওয়াতেই সম্পন্ন হয়। মেট্রিক পাশ করার পর লাহোরের ভেটেনারী কলেজে পশু চিকিৎসা কলেজে ভর্তি হন। পুনরায় তাঁর পড়াশোনার জন্য তার পরিবার লাহোর স্থানান্তরিত হয়। পশু চিকিৎসা বিদ্যায় এম.এস.সি করার পর তিনি সেখানেই লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন এবং প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ সুলতান আহমদ সাহেব পাঞ্জাব পুলিশের সাব ইনস্পেক্টার ছিলেন। আর সেখানেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মরহুম আল্লাহ্‌র ফযলে মুসী ছিলেন। খেলাফতের সাথে সুগভীর আন্তরিক সম্পর্ক রাখতেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন। আতিথেয়তা এবং সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। জামা'তের কাজে সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। খুবই উন্নত চরিত্রের একজন মানুষ ছিলেন। তবলীগের সুগভীর আগ্রহ ছিল। খুব উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং মিশুক প্রকৃতির কারণে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের মাঝে সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। সহকর্মী প্রফেসরদের প্রায়শ ঘরে আমন্ত্রণ জানাতেন আর খুবই সুন্দরভাবে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরতেন। এ কারণে অনেক সময় তিনি হুমকি-ধমকিরও শিকার হতেন কিন্তু কখনো গ্রাহ্য করেন নি। বরং বলতেন, এটি সামান্য ব্যাপার। তাঁর আশৈশব জামা'তের সেবার গভীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। তিনি জামা'তী এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সাবযাযার হালকায় বসতি স্থাপনের পর তার হালকার প্রেসিডেন্ট এবং নায়েব যয়ীমে আলা হিসেবে খুব সুন্দর ভাবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে । এ বছর মডেল টাউন, লাহোরের সেক্রেটারী দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ হিসেবে নিযুক্ত হন। খুব সুচারুভাবে তবলীগি কার্যক্রমের সূচনা করেন এবং পরিকল্পনা হাতে নেন। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, দীর্ঘকাল তিনি গেঁটো বাতে ভুগছিলেন, তিনি সানন্দে তাঁর সেবা করেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁর স্ত্রীর ইন্তেকাল হয়। তাঁর কোন সন্তান ছিল না, এক পালক পুত্র ছিল, তাঁর ঘরে দুই সন্তান হয়, যাদের নাম হল, শাহ্ যেব এবং শাহ্যিন, যারা লাহোরে তার সাথেই বসবাস করে। সেই ছেলে জুমুআর সময় তাঁর সাথে ছিল। তার এক ভাই ইলিয়াস সাহেব, থাকেন বার্মিং হামে। তিনি লিখেন যে, খুবই স্নেহপরায়ণ ভাই ছিলেন। ছোট ভাইদের বড় ভাই হিসেবে নয়, বরং পিতার মত দেখাশোনা করেছেন। আমাদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। নামায এবং নামাযের অনুবাদ, কুরআন করীম,এ সব কিছুই আমরা তাঁর কাছে শিখেছি। ছোট ভাইদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় আমাদের সাহায্য করেছেন, দিক-নিদের্শনা দিয়েছেন। স্কুলে গিয়ে আমাদের শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, আমাদের বিষয়ে চিন্তিত থাকতেন। জামা'তী অনুষ্ঠানে আমাদের ভালোভাবে প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে যেতেন। বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতেন, বাজামা'ত নামায পড়াতে সাথে নিয়ে যেতেন। যদি বড় ভাই ছোট ভাইদের এভাবে সাথে নিয়ে যায় আর পিতামাতাও যদি যত্নবান হয়, তবে মসজিদের উপস্থিতি বেশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। জামা'তের ডিউটির জন্য আমাদের সব সময় নিয়ে যেতেন।

তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর ভাই বলেন, শাহদাতের দুই দিন পর আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। আর স্বপ্ন যা ছিল তা হল, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি আমাদের পাড়ার একটি মসজিদ, যা অ-আহমদীদের মসজিদ, সেখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করেছেন। আর আমি দেখেছি ঘরের চিঠির বাক্সে একটি ছুরি রাখা আছে। তখন তিনি এর ব্যাখ্যা এটি করেন যে, ছুরির অর্থ হল, জামা'কে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকাল বলতে এটি বুঝায় যে, তার যুগে জামা'ত এত উন্নতি করবে যে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে রীতিমত মাইকে ঘোষণা দেওয়া হবে। যাহোক, এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে এ ঘোষণা দেওয়া হয় এবং এভাবে স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করে। তিনি যে ছুরি দেখেছেন, এ ছুরি তার শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। তিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন আর এটিই সঠিক ব্যাখ্যা। মনে হচ্ছে যে, শাহাদাতের দিকেই ইঙ্গিত ছিল এবং সেই শাহাদাতের ঘটনাও ঘটে। তিনি বলেন, আমাদের ভাই আমাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছেন। আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জল করেছেন। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে বংশের প্রথম শহীদ হিসেবে আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর ছয় ভাই এবং এক বোন রয়েছে, তাদের সকলেই প্রায় দেশের বাইরে।

দ্বিতীয় মরহুম, যাঁর কথা উল্লেখ করতে চাই, তিনি হলেন জনাব এইচ. নাসেরুদ্দীন সাহেব। ভারতের পূর্ব গোদাবরীর মুবাল্লেগ ইনচার্জ। ২০১৭ সনের ৭ এপ্রিল তারিখে ৪২ বছর বয়সে তিনি গোদাবরী নদীতে ডুবে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। ঘটনার দিন তিনি সিকান্দারাবাদের আমীর এবং বন্ধুদের সাথে মাঙ্গলপুরীতে ফযরের নামাযের পর নদীতে যান। তিনি দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। সেখানে নদীতে সাঁতার কাটার সময় হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যান। জেলেদের সাহায্যে এক ঘন্টা সন্ধানের পর তার লাশ পাওয়া যায়। তার পিতা জনাব এ. শাহেল হামীদ সাহেব, তার নিজ এলাকা কেরালার কাওয়াশেরীর প্রথম আহমদী ছিলেন, তার মাধ্যমে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মাতা চিলাহ কাননুরের প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। ২০০০ সনে কাদিনয়ান থেকে পাশ করে আন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানার বিভিন্ন স্থানে সফল মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চিন্তাকোন্টার মত বড় জামা'তেও সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি প্রজ্ঞার সাথে তরবিয়ত বা তার অধিনস্থ জামা'তগুলোর দেখাশোনা করছিলেন, মৃত্যুর সময় পূর্ব গোদাবরী মোবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, কিছু এমন স্থানেও তাকে থাকতে হয়েছে, যেখানে ছিল শুধু জামা'তের কেন্দ্র। তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে নামায পড়িয়ে তিনি দরস দিতেন আর এই ধারা মৃত্যুর একদিন পূর্ব পর্যন্তও অব্যাহত ছিল।

মুরব্বী ও মোবাল্লেগদের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। জামা'ত যদি দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কেউ নাও আসে তাহলেও নামায বাজামা'ত হওয়া উচিত। বাড়ির লোকদের সাথে হলেও, পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে হলেও।

তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি যখন কামারেড্ডীতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সেখানে লিফলেট বিতরণের ফলে তার বিরোধিতা বেড়ে যায়। তাঁকে আটক করা হয়, বিরোধীরা মারাত্মক প্রহার করে। কিন্তু তিনি খোদার কৃপায় রক্ষা পান। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমি তাকে বলি, এখানে অবস্থা ভয়াবহ, শত্রুতা রয়েছে, বিরোধিতা বিরাজমান। কেরেলায় বদলির আবেদন করুন। কেননা, আপনার শত্রুতা অনেক বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা বদলী নিয়ে হয়তো চলে যাব, ঠিক আছে। শত্রুতার বরাতে কেন্দ্রকে লিখলে কেন্দ্র হয়তো আমাকে বদলী করবে। চলে গেলাম কিন্তু এখানকার স্থানীয় আহমদীদেরকে কোথায় বদলী করব? তাদের শত্রুতা তো এভাবেই থাকবে। বিরোধিতার ভয়ে এভাবে চলে যাওয়া ঠিক নয়। আমরা ওয়াকফ করেছি, সেই ওয়াকফ রক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এখানে থাকতে হবে আর আমাদের থাকা উচিত। এটিও বলতেন যে, যদি শাহাদাতের সৌভাগ্য হয়, তাহলে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? তাই আমরা এখানেই থাকব।

অনুরূপভাবে, তার সরলতা দেখুন! তাঁর স্ত্রী লিখেন, কখনো কোন আসবাব-পত্র ক্রয় করেন নি। ব্যক্তিগত কোন ফ্রিজ ছিল না, সব সময় বলতেন, আমরা ওয়াকফে জিন্দেগী, জামা'ত যেখানে যেতে বলে, আমরা সেখানেই যাব, কোন আসবাবপত্র বা ঘরের কোন জিনিস আমাদের বদলীর পথে যেন অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। জামা'ত যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তার সাথেই জীবন নির্বাহ করা উচিত এবং সেটিকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর জন্য এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

গত বছর আমলা পুরমে তার বদলী হয়। সেখানে বাচ্চাদের কুরআন পড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি এত নিয়মিত ছিলেন যে, প্রতিদিন এক কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে গিয়ে শিশুদের কুরআন পড়াতেন। মুবাল্লেগদের জন্য এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

এরপর তার স্ত্রী লিখেছেন, তাঁর মধ্যে আতিথেয়তার অনুপম সুন্দর গুণ ছিল। বাচ্চাদের ছুটির সময় কেরালায় আসার কারণে যখন বাড়িতে থাকতাম না, তখন মেহমান এসে পড়লে কখনো তিনি বিচলিত হন নি, নিজেই খাবার রান্না করে অতিথিদের খাওয়াতেন। পূর্বেই আমি বলেছি, তাঁর মধ্যে শাহাদাতের গভীর বাসনা ছিল। তিনি বলেন, আমি বারবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখেছি আর পিতা আমাকে ডাকছেন, তাঁর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করছেন। এক অর্থে এটি তাঁর শাহাদাত। ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন আর সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দুর্ঘটনার ফলে তার মৃত্যু হয়। এটি এক প্রকার শাহাদাত। দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাহাজ্জুদ গুযার, তবলীগের ক্ষেত্রে অকুতোভয় মুজাহেদ ছিলেন। বেশ কয়েকবার বিরোধীরা তাঁকে আটক করে দৈহিক নির্যাতান করে, এমন ঘটনা আমি আমার জলসার বক্তৃতায় যে সমস্ত ঘটনাবলী শুনিয়ে থাকি, তাতে তার দৈহিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার কথা আমি শুনিয়ে ছিলাম। আর মারাত্মকভাবে মৌলভীরা তাকে প্রহার করে। তার পিতামাতা বয়োবৃদ্ধ, শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী এবং দুটি পুত্র তিনি রেখে গেছেন। তার দুজন বড় ভাই রয়েছেন। একজন সোলেমান সাহেব, যিনি বালগাট কেরালার আমীর এবং এইচ. শামসুদ্দীন সাহেব, কাদিয়ানের নাযারাতে নশর ও ইশায়াতে মালেয়ালম বিভাগে বর্তমানে খিদমত করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন।

তাঁর সাথে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন নাভীদুল ফাতাহ শাহেদ সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলা। তিনি বলেন, মওলানা এইচ. নাসিরুদ্দীন সাহেব কেরালা নিবাসী ছিলেন। প্রায় ১৮ বছর ধরে আন্ধ্রা এবং তেলেঙ্গানায় তিনি জামা'তের কাজ করছিলেন। একই অঞ্চলে কাজ করার সুবাদে প্রায় সময়ই তার সাথে আমরা সাক্ষাৎ হতো, মিটিং-এ খুবই বিনয়ের সাথে বসতেন। জামা'তে আহমদীয়ার উন্নতি কল্পে প্রতিটি কাজের জন্য তৎপর থাকতেন। খুবই স্নেহশীল এক ব্যক্তি, সৎকর্ম পরায়ন একজন আলেম ছিলেন, রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়তেন, নিয়মিত তালিম ও তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রতি দিনের অফিসিয়াল কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন । বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট ছিল । প্রতিদিন রীতিমত বের হতেন, বিরোধীদের কোন ভয় ছিল না তাঁর। অ-আহমদীদের মধ্যে তাঁর পরিচিতির গণ্ডি ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। কেননা, হাসিমুখে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি প্রত্যেকের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, তাকে আমি কোন দিন ভ্রু-কুঞ্চিত করতে দেখি নি, কখনো রাগ করতে দেখি নি। সাথী মুয়াল্লেমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন, সব সময় তাদের যত্ন নিতেন। সবার প্রতি এমন ভালোবাসা ছিল যে, যেই তার সাথে সাক্ষাৎ করত, তাঁর অনুরাগী হয়ে যেত। রীতিমত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুস্তকাবলী পাঠ করতেন আর তিনি এটি নিয়মিত করতেন আর এর জন্য যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এটি করতেন এবং সময় নির্ধারণ করে রেখেছিনে। প্রতিটি মুবাল্লেগ এবং মুয়াল্লেমের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে কখনো উদাসীন হতেন না। প্রতিদিন রীতিমত ডাইরী লিখতেন। খেলাফতের পক্ষ থেকে যা-ই বলা তা মনোযোগ সহকারে শোনা তাঁর স্থায়ী অভ্যাস ছিল। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খুতবা শুনতেন, শুধু শুনতেনই না বরং খুতবার উপর শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। কোন ব্যাখ্যা করতেন না বরং প্রতিটি কথার উপর আক্ষরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করতেন। ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। রসূলে করীম (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তিনি বলেন, এগুলো এমন বৈশিষ্ট ছিল যা তার সত্তার মাঝে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হত। বিরোধীরা কামারেডিতে বেলাল মসজিদে নিয়ে গিয়ে তাকে মারাত্মক প্রহার করে। তিনি ধৈর্যের সাথে সহ্য করেন, পিছু হটেননি। মুরব্বী সাহেব লিখছেন যে, পুলিশের মাধ্যমে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। হাসপাতালে গিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি, তো দেখি যে, তিনি ক্ষতবিক্ষত, ব্যন্ডেজ লাগানো আছে সর্বত্র কিন্তু চেহারায় এক আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ছিল, একটা আধ্যাত্মিক হাসি বিরাজমান ছিল। তিনি নিজেই পুরো ঘটনা শোনাতে থাকেন, বিরোধিরা জিজ্ঞেস করে যে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কী দাবি করেছেন? তিনি বলতেন যে, তিনি জিল্লী নবী হওয়ার বা ছায়া নবী হওয়ার দাবি করেছেন। বিরোধিরা প্রহারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিত আর পুনরায় জিজ্ঞেস করত যে, ছায়া নবী কাকে বলে বা জিল্লী নবী কাকে বলে, তিনি বলতেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রেমে নিবেদিত হয়ে যে নবুওয়ত লাভ করে তাঁর নবুওয়ত সেটিই ছিল। পুনরায় বিরোধিরা প্রহার আরম্ভ করত। পরম কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি এইসব ঘটনা শুনান যে, খোদার ধর্মের সেবায় এই সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে আমি যারপরনায় প্রহৃত হয়েছি। যিনি লিখছেন তিনি একজন মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্। তিনি বলেন, তার যখন বদলী হয় তিনি বলেন যে, আমি এখান থেকে ট্রান্সফার হচ্ছি, কিন্তু বিরোধিতাপূর্ণ স্থানে গিয়ে প্রজ্ঞার সাথে কাজ করবেন। অনেক কাজের সুযোগ আছে সেখানে আর বিরোধিতা সম্পর্কে বুঝান যে কেমন বিরোধিতা রয়েছে আর সেখানে কিভাবে তবলীগ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর উত্তরসূরীর মনোবোল বৃদ্ধি করে বলছেন যে, ভয় পাবেন না, আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছাতে হবে এবং বীরত্বের সাথে পৌঁছাতে হবে। একজন মুয়াল্লেম ওয়াজীর সাহেব লিখছেন যে, আমি সব সময় তাকে তাহাজ্জদ গুজার বিগলিত চিত্তে বিনয়ের সাথে নামায পড়তে এবং প্রত্যহ তেলওয়াত করতে দেখেছি। তিনি একজন অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। অতিথিপরায়ণ, নামাযে অভ্যস্ত, সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত এবং অপব্যায়ের অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলেন।

পড়ালেখার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল, পূর্বেও আমি বলেছি, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলেও সুন্দরভাবে উত্তর দিতেন। যখনই কোন অনুষ্ঠান বা অধিবেশনে, বিশেষ করে সফরের সময়ে খোদ্দামদের সাথে বসতেন, জামা'ত সম্পর্কে আলোচনা করতেন, ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শোনাতেন। সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন আর এই কারণে সবাই তাঁর সাথে উঠা বসা করা পছন্দ করতো। তিনি বলেন , কামারেটিতে লিফলেট বিতরণের কারণে বিরোধিরা তার উপর হামলা করার চক্রান্ত করে। ২০ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত জলসা ছিল, তিনি নামায সেন্টারে পূর্বেই পৌঁছে যান। সে সময় একশত ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল তার সন্ধানে বের হয়। তিনি তার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে যান। রাস্তায় তার সাথে দেখা হয় নি। বিরোধিরা একটা পন্থা উদ্ভাবন করে। জামা'তের মুয়াল্লেম ছিলেন মোহাম্মদ উমর, তার স্ত্রী ও দুই সন্তান, তারা জলসায় যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন জামা'তের কেন্দ্রে। তারা তাদেরকে পথে আটক করে এবং বলে যে, যতক্ষণ এইচ নাসের উদ্দীন না আসবে আমরা তোমাদেরকে ছাড়ছি না। মরহুম যখন এটি জানলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বলেন যে, আমি নাসির উদ্দিন, মুয়াল্লেম সাহেব এবং তার স্ত্রী সন্তানদের বিরোধিরা ছেড়ে দেয় এবং তাঁকে মারতে মারতে নিয়ে যায় আর সবাই তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করে। শেষের দিকে পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। তারা শুধু এই কথার উপরই জোর দেয় যে, হযরত মসীহ মওউদের দাবিকে অস্বীকার কর, তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত কর। আল্লাহ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ধৈর্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদী আমাতুল ওয়াহীদ বেগম সাহেবার। যিনি সাহেবজাদা হযরত মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৭ সনের ১০ এপ্রিল রাত ১০টার দিকে প্রায় ৮২ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে ওয়া রাজেউন।

তিনি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবে সবচেয়ে কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তিনি আমার ফুপুও ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্রী এবং

হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। রাবওয়ার বেহেশতী মাকবেরায় তিনি কবরস্থ হন। দু'বার বড় ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হন কিন্তু পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে রোগের মোকাবেলা করেন। ডাক্তার নুরী সাহেব তার সম্পর্কে লিখেছেন- প্রায় গত দুই দশক থেকে অসুস্থ ছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে পুণ্যের এক মহান দৃষ্টান্ত ছিলেন, অসুস্থতাকে পরম ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, দৈহিক, মানসিক কষ্ট এমন ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যেত, বিশেষ করে এই রোগ দৈহিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হয় আর চিকিৎসাও বড় কষ্ট দায়ক কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা প্রদত্ত শক্তি এবং ধৈর্যের সাথে এই রোগকে তার দৈনন্দিন জীবনের পথে বাধ সাধতে দেন নি। বড় দৃঢ়তার সাথে রোগের মোকাবেলা করেন। ডাক্তার সাহেব লিখেন যে, হাসী মুখে, নির্ভয়ে সব কাজ করতেন এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। অসুস্থতার মাঝে শেষ দিন পর্যন্ত পরিবারের দেখাশোনা করেছেন। তাঁর স্বামীর প্রতিও যত্নবান ছিলেন, স্বামীর সাথে এক আদর্শস্থানীয় সম্পর্ক ছিল। নিজেও অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বামী জনাব খুরশিদ আহমদ সাহেবের যখন এনজিয়প্লাস্টিও হয় তখন তিনি নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে স্বামীর সেবা ও শুশ্রুষা করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে তার ভিতর আতিথেয়তার বৈশিষ্ট ছিল। যখনই কেউ আসত, তিনি আপ্যায়ন করতেন। জলসার বা শূরা ইত্যাদি উপলক্ষে অনেক মেহমান আসত। সব সময় তাদের সেবা যত্ন করেছেন। অসুস্থ থাকাকালীন এখানে লন্ডনে দু'বার এসেছেন। ২০০5 সনে তাঁর সঙ্গে কাদিয়ানে প্রথমবার আমার সাক্ষাৎ হয় খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর আর এখানে আসার পরও দেখা হয়েছে। খিলাফতের সাথে বড় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল তাঁর। যদিও বয়সে তিনি অনেক বড় ছিলেন, পরম বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আমাদের মায়ের সাথে তাঁর ননদ-ভাবীর সম্পর্ক ছিল কিন্তু বয়সের দিক থেকে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের সবচেয়ে কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। আমার সবচেয়ে বড় বোন আর তিনি প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন। এইদিক থেকে আমার মা সব সময় তাঁর সাথে নিজের সন্তানদের মত ব্যবহার করেছেন। তিনিও কখনও তাকে ভাবী মনে করেননি বরং সব সময় বড় শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আর সম্মানের সম্পর্ক রেখেছেন। আমার মাকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞান করতেন, এমন এক সম্পর্ক ছিল, যা ছিল আদর্শস্থানীয়।

১৯৫৫ সনের ২৬ ডিসেম্বর হযরত মুসলহে মওউদ (রা.) তাঁর বিয়ে পড়িয়েছেন। তখন একই সাথে সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের বিয়ে হয়, মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কন্যা আমাতুল মতিন সাহেবার সাথে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের এক কন্যার বিয়ে হয় ডা. এজাজুল হক সাহেবের সাথে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৬ ডিসেম্বর জলসার উদ্বোধনী বক্তব্য এবং দোয়ার পূর্বে বলেন, আমি কয়েকটি নিকাহর ঘোষণা করব। খলীফা সানী বলেন যে, সচরাচর রীতি হল নিকাহ জলসার পর ২৯ ডিসেম্বর হয় কিন্তু এইসব নিকাহর ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমতঃ আমার নিজের মেয়ে আমাতুল মতিনের বিয়ে এটি, যা ইসহাক সাহেবের পুত্র মীর মাহমুদ সাহেবের সাথে ধার্য হয়েছে, দ্বিতীয়টি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের কন্যার বিয়ে, তৃতীয়টি আমাতুল ওহীদের যা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা, যার বিয়ে ধার্য হয়েছে মির্যা খুরশিদ আহমদ সাহেবের সাথে। মির্যা খুরশিদ আহমদ সাহেব ওয়াকেফে জিন্দেগী। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, ইনি এখন পড়ালেখা করছেন আর এরপর জীবন উৎসর্গ করবেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া বিষয়ক কিছু কথা বলেন। এরপর বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এই কয়েকটি বিয়ে এবং সম্পর্ককে আশিসময় করুন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যতে এই নিকাহর মাধ্যমে জামা'তের শক্তি বৃদ্ধি ঘটুক।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭২,৬৭৫,৬৭৬ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ছয় পুত্র দান করেছেন, যাদের ৪জন ওয়াকফে জিন্দেগী, ২ জন ডাক্তার ফজলে ওমর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। একজন পিএইজডি ডাক্তার যিনি নেযারতে তালীমে কাজ করছেন, আরেক জন উকিল রয়েছেন, যিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মশীরে কানুনি অফিসে কর্মরত রয়েছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহতে তাঁর সেবা ৩৪ বছর দীর্ঘ, তিনি সেক্রেটারী সানাত-এ তেজারত এবং প্রথম নায়েব সদর হিসেবে কাজ করেছেন। আর সেক্রেটারী সানাত-এ তেজারত হিসেবে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তার রুচি এবং প্রকৃতি ছিল খুবই উন্নতমানের। গরীবদের দ্বারা হাতের কাজ করাতেন। অর্থাৎ এ্যামব্রোডারী, সেলাই ইত্যাদি করাতেন, তারা পারিশ্রমিক পেত, অপর দিকে এর ফলশ্রুতিতে প্রদর্শনীতে সব সময় লাজনার অনেক আয় উপর্জন হত । উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল । এটা দেখতেন না যে বয়সের কি পার্থক্য কী। আমার স্ত্রী আমাকে বলেছেন যে, দু'বছর তিনি যখন রাবওয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর ছিলেন, তিনি সেক্রেটারী সানাত-এ তেজারত এবং নায়েব সদর হিসেবে তার সাথে কাজ করেন আর সব সময় অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রফুল্লচিত্তে আনুগত্যের গভীর চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন। আর যে দায়িত্বই তার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে তিনি বড় আন্তরিকতার সাথে হাসিমুখে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার স্বামী জনাব মির্যা খুরশিদ আহমদ সাহেব বলেন, একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর স্ত্রীর যে দায়িত্ব তা পালন করেছেন। আমার কাছে কখনও কিছু চান নি। সন্তানদের তরবিয়ত এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার তরবিয়তেরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৬ সন্তানের মধ্যে ৪জন ওয়াকেফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গ করেছেন ধর্মের জন্য। সন্তানদের পাশা-পাশি ঘরে যে সমস্ত পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গ ছিল তাদের সন্তান-সন্ততিরও খুব ভালভাবে দেখাশোনা করেছেন। কেউ কুরআন না পাঠ করলে তাকে কুরআন পড়াতেন। নিজের সন্তানদের কুরআন পাঠ করিয়েছেন। পরিচারক ও পরিচারিকাদের সন্তানদেরকে কুরআন পাঠ করিয়েছেন। অনেক ছেলে মেয়ে এমন আছে যাদেরকে তিনি বয়স অনুপাতে প্রথমে কুরআন পাঠ করা এবং পরে কুরআনের অনুবাদ শিখিয়েছেন।

কলেজে যখন অধ্যয়ন রতা ছিলেন তখন স্বপ্নে দেখেন যে তার মামু মালের কোটলা নিবাসী মিয়া আব্দুর রহমান সাহেব খুবই আকর্ষণীয় স্বর্নের বালা কোন মহিলার হাতে তার জন্য পাঠিয়েছেন এবং একই সাথে বলেছেন যে, ৬৫ এবং ৮২। সেই মহিলা তার বালা হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন যে, ৬৫ এবং ৮২। তিনি সত্যায়নের জন্য পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ৬৫ এবং ৮২। তিনি বলেন যে, এ স্বপ্নের অর্থ আমি তখন বুঝতে পেরেছি যখন ৬৫ সনে খলীফা সানী (রা.)-এর ইন্তেকাল হয় আর ৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ইন্তেকাল ঘটে।

তার পুত্র স্নেহের আদিল লিখেছেন যে, জলসা সালানার সময় শতাধিক লোকদেরকে বড় হাসী মুখে তাদের আপ্যায়ন করতেন। খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন হিজরত করেন তখন তার সফরের জন্য চা এবং অন্যান্য জিনিস নিজ হাতে, নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি প্রস্তুত করেন, কিছু এমন জিনিস যা তার পছন্দ ছিল বানিয়ে পাঠাতেন। আর খলীফাতুল মসীহ্ রাবের সাথে যেমন ব্যবহার ছিল একই ব্যবহার আমার সাথেও অব্যাহত রাখেন। বিশেষ ধরণের হালুয়া নিজেই প্রস্তুত করে পাঠাতেন নিজের হাতে আর নিজের তত্ত্বাবধানে পাঠাতেন। বড় শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মায়ের অনেক সেবা করেছেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়িরও সেবা করেছেন, ননদদের নিজের ছোট কন্যার মত দেখা-শোনা করেছেন। তেলাওয়াত এবং নামাযের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। বাচ্চাদেরকেও সেভাবে তরবিয়ত করে মসজিদে পাঠাতেন। ফজরের পর তেলাওয়াতের জন্য তাদেরকে বসাতেন। পরিচারক ও পরিচারিকাদের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। একই পরিবারে থাকার কারণে আমার সাথে তার অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর তার পুত্র লিখেন যে, তিনি বলেন যে, পূর্বে তো অনেক কাজ আমি জোরপূর্বক করাতাম কিন্তু এখন আমার উপর (হুযূরের উপর) যে দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল সেই কাজ কিভাবে হবে, তার জায়গা জমির দেখাশোনা কিভাবে হবে। যাই হোক, আমি তাকে আশ্বস্ত করি, এরপর আর কখনও এমন দাবি করেনি। আর সব সময় আমি যা বলতাম সে অনুসারেই করতেন বা করেছেন এবং তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

তাঁর এক ননদ যিনি আমার ভাবীও। তিনি লিখেন, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক তেমনি যেমন মায়ের সাথে কন্যাদের হয়ে থাকে। আমাদের মায়ের ইন্তেকালের পর আমাদের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। আমাদের বিয়েতে পোশাক ও অলঙ্কারাদি নিজেই প্রস্তুত করিয়েছেন, যেভাবে মা মেয়েদের জন্য করে থাকেন। বিয়ের পর আজ পর্যন্ত প্রত্যেক ঈদে উপহার পাঠিয়ে আসছেন, যেভাবে মায়েরা কন্যাদের পাঠিয়ে থাকেন। অনেক দরিদ্র মেয়েদের নিজের ঘরে লালন-পালন করেছেন। সকল অর্থে তাদের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক তরবিয়তের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। তার এক পরিচারিকার কন্যা ছিল, যার এক মেয়েকে নিজেই পালন করেছেন। তার বিয়েতে আমাদের সবাইকে অর্থাৎ ননদদের পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, তোমরা যদি এর বিয়েতে যোগদান না কর তাহলে আমি তোমাদের সন্তানদের বিয়েতে যোগ দিব না। এভাবে দরিদ্রদের সাথেও নৈকট্যের বহিপ্রর্কাশ ঘটাতেন । তার সবচেয়ে ছোট ননদ লিখেন যে, আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করি, কোন বয়সে আপনি তাহাজ্জুদ আরম্ভ করেছেন? তিনি কোন উত্তর দেন নি, এড়িয়ে যেতে চান কিন্তু বার বার যখন আমি জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি আমাকে বলেন যে, আমি ১২ বছর বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ পড়ছি। একইভাবে তিনি অনেক মেয়ের বিবাহ ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন। লাজনা ইমাইল্লাহর হস্তশিল্পের তহবিল থেকেও তিনি সেই ব্যয়ভার বহন করতেন। অনেক মেয়ের বিয়ের পূর্বে মেহন্দীর অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে দেখাশোনার কেউ থাকে না, তিনি ঘর থেকে এমন মেয়েদের বিয়েতে বিয়ের পূর্বে এমন

অনুষ্ঠানে খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থাও করতেন এবং করেছেন। খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা সংক্রান্ত একটি ঘটনা মিয়া খুরশিদ আহমদ সাহেবের ভাগ্নে লিখেন যে, একবার মধুর একটি শিশি পড়েছিল। আমি বললাম যে, আমাকে দিন, তিনি বলেন যে, না, এটি আমাকে খলীফা পাঠিয়েছেন, এটি দিতে পারি না। এই ধরণের আরেকটি শিশি আছে তা নিয়ে যাও।

পুত্র বধু ৬জন ছিলেন। সবার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে তার সর্বোত্তম ব্যবহার ছিল। সবাইকে নিজের কন্যার মত রেখেছেন। তার ছোট পুত্র বধু লন্ডনের ড. হামীদুল্লাহ সাহেবের কন্যা। তাঁর স্ত্রীও আজকাল অসুস্থ। তার কারণে তার এই পুত্রবধুকে লন্ডনে আসতে হয়েছে। তিনি বলেন যে, যাও, অথচ তিনি নিজেই অসুস্থ আর তিনি বলেন যে, যাও মায়ের দেখাশোনা কর। সন্তানদের রেখে যাও। আমি তাদের দেখাশোনা করব। মারাত্মক কষ্টের মাঝেও পরম ধৈর্যের সাথে নিজের প্রতিটি কাজ করেছেন।

আমার ছোট বোন লিখেন, কর্মীদের সাথে খুবই কমলতার সাথে কাজ করাতেন। প্রদর্শনী চলাকালে ডিউটির সময় ক্ষতি হলেও কঠোর কোন ব্যবহার করতেন না। ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন। এই কারণে লাজনার সদস্যরা তার সাথে কাজ করা পছন্দ করতেন। প্রশাসনিক কাজেও খুবই দক্ষ ছিলেন। অন্য কোন কর্মীর কষ্ট থাকলে তা তাৎক্ষণিভাবে দুর করার চেষ্টা করতেন।

আমার ছোট বোন আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা লিখেন যে, মানুষের কাজ-কর্মে কম বেশি হয়েই যায় কিন্তু কুরআন এবং হাদীসের সাথে সুগভীর সম্পর্ক তার স্বভাব এবং প্রকৃতির অংশ ছিল। পুণ্য যেন তার দ্বিতীয় প্রকৃতি ছিল। যখনই দেখতেন যে, আমাদের ঐতিহ্য এবং শিক্ষা পরিপন্থী কোন কথা হচ্ছে সুস্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেন।

সবচেয়ে ছোট হওয়ার কারণে শৈশবে খুবই আদরের ছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন পরম বিনয়ী। সবার সাথে বিনয়ের সাথে স্বাক্ষাৎ করতেন। আমার বড় বোন আমাতুর রঊফ সাহেবা লিখেন যে, দেশ বিভাজনের পর আমরা যখন লাহোরের মডেল টাউনে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের সাথে থাকতাম, তখন হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব রীতি মত সবাইকে একত্র করে কুরআন এবং হাদীস পড়াতেন । তিনি বলেন, আমাতুল ওহী, যিনি আমাদের ফুপু, যার এখন স্মৃতি চারণ হচ্ছে, এরফলে তার মাঝেও কুরআন এবং হাদীসের এমন গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয় যে, তিনি বিভিন্ন ছেলে-মেয়েকে কুরআন পড়াতেন। কোন এক শিশুর জিহ্বার আড়ষ্টতা ছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে পুনরাবৃত্তি করে তাকে কুরআন শিখিয়েছেন। আল্লাহর ফজলে সে কুরআন পড়েছে এবং এখন তার আর কথা বলার কোন সমস্যা নেই। আমার বোন লিখেন, মেট্রিকের পর রাবওয়া থেকেই তিনি ইন্টারমেডিয়েট করেন। তাহাজ্জুদের পর পড়ালেখা আরম্ভ করতেন। নামাযের প্রতিও সব সময় মনোযোগী থাকতেন।

অনুরূপভাবে, অন্যরাও তার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা লিখেছেন। তাঁর পুত্রও লিখেছেন। হুযূরের খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে আপনার সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা ভিন্ন ছিল। খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর পূর্বের ফুপু-ভাতিজার সম্পর্কে এখন দাঁড়ি পড়ে গেছে। এখন শুধু খিলাফতের সম্পর্ক অবশিষ্ট রইল। এখানে যখন আসতেন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য বসা অবস্থায় থাকলে আমি আসলে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমি বললাম যে, আপনি অসুস্থ, আপনি বসে থাকুন। আমার স্ত্রীও বলেন যে, আপনি বসুন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমি আসলে দাঁড়িয়ে যেতেন। খোদার সত্তায় গভীর আস্থা ছিল তাঁর, তাওয়াক্কুল ছিল। একবার তাঁর ছোট পুত্রের বিয়ে বড় জনের পূর্বেই হয়ে যায়, বড় সন্তানের জন্য ঘরের একটা অংশ নিদ্ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁর স্বামী বলেন যে, এটি ছোট পুত্রকে দিয়ে দাও, এখন আমাদের কাছে এর জন্য প্রস্তুত করার সামর্থ্য নেই। তিনি বলেন যে, না, বড় পুত্রের জন্য আমরা যা প্রস্তুত করেছি তা তার জন্যই, আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন। একদিন দৈবক্রমে বা ঐশী তকদীর অনুসারে কুরআনের একটি আয়াতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন যে, এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি আল্লাহ্ তা'লা আমার চাহিদা পুরণ করবেন। সেই যুগে যখন জিনিসপত্র সস্তা ছিল, কিছু প্রাইজবন্ড কিনে রেখেছিলেন তিনি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রাইজবন্ডে এক লক্ষ টাকা পান এবং সেই টাকায় ছেলের জন্য ঘর তৈরী করেন।

এই ছেলে লিখছেন যে, হযরত খলীফাতুল মুসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যখন ইন্তেকালের সংবাদ আসে আমরা সবাই নামাযের জন্য মসজিদে ছিলাম। আমাদের মা শোকস্তব্ধ ছিলেন, তখন আমার বড় ভাবী উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। আমার মা তাকে বলেন নীরবতা অবলম্বন কর, এখন জামা'ত পরীক্ষার সম্মুখীন, এটি দোয়ার সময়, দোয়ায় লেগে থাক। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর যখন ইন্তেকাল হয় তখন আমার বয়স ৯ বছর ছিল। আমি বালক ছিলাম। কোন কারণে আমার হাসি বেরিয়ে যায়, আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন আর বলেন যে, তুমি জান না, এখন জামা'তের কি অবস্থা? শৈশবেই চেতনা সৃষ্টি করেন সন্তানদের মাঝে যে, জামা'তের গুরুত্ব কী। অনুরূপভাবে সন্তানদেরকে বিভিন্ন পন্থায় কুরআনের সূরা মুখস্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

তার ঘরে লালিত-পালিত হওয়া এক মেয়ে, যার স্বামী প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে এখন কর্মরত, তিনি বলেন, বাল্যকাল থেকেই আমি তার ঘরে ছিলাম, আমাকে পড়ালেখা শিখিয়েছেন, সকল অর্থে আমার তরবিয়ত করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন, বিয়ের পর কোন কাজের প্রয়োজন হলে আমাকে ঘরে ডেকে পাঠাতেন। তিনি বলেন, একবার আমার ঘরে তিনি আসেন, একটি পুরোনো সোফা ছিল আমার বাসায়। তা দেখে তিনি বলেন, এটি কোথা থেকে এসেছে? আমি বললাম, কোন প্রতিবেশী দিয়েছে। তিনি বললেন, এই সোফা ঘর থেকে বের করে দাও আর তাৎক্ষণিকভাবে নতুন সোফা আনিয়ে দেন।

এই মহিলা বলেন যে, আমার ছেলের পড়ালেখার ব্যাপারেও খুবই যত্নবান ছিলেন। জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে আমার ছেলের বিয়ের জন্য গহনা-অলঙ্কার বানিয়ে দেন। প্রতিটি জিনিস সুক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন।

অনুরূপভাবে দুধভাই-বোনের প্রতি গভীরভাবে যত্নবান থাকতেন। তাঁর দুধ মায়ের এক পুত্র যিনি সুইজারল্যান্ডে আছেন, তিনি বলেন, আমার পিতার প্রতিটি কষ্টে তাঁর প্রতি গভীরভাবে যত্নবান ছিলেন। তার দুধ বোন ছিল, তার এক আত্মীয় আমাকে লিখেছেন যে, পরম বিনয়ের সাথে অসুস্থতার যুগে তার খেয়াল করেছেন। এই সকল গুণাবলী তাঁর মধ্যে ছিল। তার সন্তান-সন্ততির মাঝে খোদা তা'লা এইসকল গুণাবলী স্থায়ী করুন, খিলাফতের সাথে তাদের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক স্থায়ী হোক। আল্লাহ্ তা'রা তার পদমর্যদা উন্নীত করুন।

নামাযে জুমুআ এবং আসরের নামাযের পর এই তিন মরহুমীন যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

দুইয়ের পাতার পর...

হয় যখন আমি রাষ্ট্রপুঞ্জে মানবাধিকার হাই কমিশনার ছিলাম। জেনেভায় জামাতে আহমদীয়ার একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। সেই সময় থেকে শান্তির বিস্তারে কঠিন পরিস্থিতিতে জামাত আহমদীয়ার প্রচেষ্টা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আপনাদের সকলকে আজকের এই অসাধারণ সুন্দর সন্ধ্যার শুভেচ্ছা।

এরপর মিনিস্টার অফ সাইন্স ক্রিস্টি ডানকান নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন: মহা সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, সেনেটর, সম্মানীয় অতিথিবর্গ এবং বন্ধুগণ! আপনাদের সকলকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। আসসালামো আলাইকুম। আমার নাম ক্রিস্টি ডানকান। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

আজকে এখানে খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে থাকা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, জামাত আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা এবং সর্বোচ্চ নেতা পার্লামেন্টে এসেছেন। পার্লামেন্ট হিলের সমস্ত সদস্য আজ খলীফাতুল মসীহ্র সঙ্গে তাঁর জামাতের সঙ্গে আনন্দ উদযাপন এবং নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করতে এসেছে। কানাডা বিবিধ সংস্কৃতির দেশ হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেশ বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত। আমি চাই, আপনারা আমাকে নিজের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিন। এরপূর্বে আমি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে থ্যাঙ্কস গিভিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি যেখানে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়জনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। এখানকার জামাত আহমদীয়ার বার্তা হল তারা খলীফাতুল মসীহ্র আগমণের ফলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তারা খলীফাতুল মসীহ্র কানাডা আগমণের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডা বিভিন্ন উপায়ে মানবতার সেবা করছে। মাননীয় মালিক লাল খান সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী করা হোক বা হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হোক কিম্বা পাকিস্তানে বন্যাকবলিতদের জন্য দান সংগ্রহ করা হোক-প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাত ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' বাণী উচ্চারণ করে। ফোর্ট ম্যাকমুরে-র দুর্ঘটনার সময় আপনারা হাজার হাজার ডলার ঐ সমস্ত পরিবারগুলিকে দিয়েছেন যারা সেই দুর্ঘটনায় প্রভাবিত হয়েছিল। এইভাবে আপনারা মানবতার সেবা করে থাকেন-কখনো লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খাদ্য সংগ্রহ করে আবার কখনো বিভিন্ন পরিবার এবং শরণার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। আপনাদের এই সকল প্রচেষ্টার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এই সৌভাগ্য লাভ করেছি যে, আপনাদের ভালবাসা, অতিথি আপ্যায়ন, মানবতার সেবা-এই সকল কিছু নিজের অফিস থেকে পর্যবেক্ষন করি। তাহেরা শফকত নামে একজন যুবতী আমার অফিসে খুব ভাল কাজ করেন, যিনি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। মানুষের সেবার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। আমি আশা করি, অনেকে আপনাদের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনুরূপ সেবা করবে। আমরা আজ সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি। খলীফাতুল মসীহর ফিরতি যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হওয়ার জন্য আমরা সকলে দোয়া করি। (অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 18th May 2017 Issue No. 20

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

(পঞ্চম পর্ব)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মনে করি, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে সন্ত্রাসের ঘটনাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাঈশ-এর মত সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এরপরেই আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়েছে। আমি মনে করি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি যুবকদের অস্থিরতা এবং হতাশাকে কাজে লাগিয়েছে। যুবকদের কাছে কাজ ছিল না। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে উগ্রবাদী সংগঠনগুলি যুবকদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছে। এই কারণে অনেকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপের দেশগুলি মুসলমান বিশ্বের কাছাকাছি রয়েছে, এই কারণে ইউরোপে সন্ত্রাস প্রবেশ করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। বরং এমন কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে। যদিও আপনারা ইউরোপের তুলনায় মুসলমানদের থেকে দূরে অবস্থান করছেন। কিন্তু আপনাদের নিজেদেরকে নিরাপদ বলে মনে উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এখানেও বিপদ হয়ে উঠতে পারে।

এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, হুযুর যথার্থ বলেছেন। কট্টরপন্থা ও উগ্রবাদকে উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের মিলে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মুসলমানরা নিজেদের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করে তবে কখনোই সন্ত্রাসবাদের জন্ম হতে পারে না। কেননা, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান' অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। যদি নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা থাকে, তবে আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টা থাকবে দেশের উন্নতির জন্য। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কারণেই আমরা আহমদীরা দাবী করে থাকি যে, আমাদের মধ্যে কেউ কট্টরপন্থী নেই, কেননা আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করি।

প্রধানমন্ত্রী পরিশেষে আরও একবার হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানান। কানাডার প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর কেবিনেটের ছয়জন মন্ত্রীর সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতপর্ব ৪টে ৩৫ মিনিটে পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী পার্লামেন্ট হিল থেকে ফেয়ারমেন্ট চাটফাউ লরিয়ার হোটেলে আসেন। এই হোটেলটি পার্লামেন্ট থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। প্রোগ্রাম অনুযায়ী এখানে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করার পরিকল্পনা ছিল। এরপর তিনি পুনরায় পার্লামেন্ট হিলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যেখানে স্যার জন এ. ম্যাকডোনাল্ড হলঘরে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সম্মানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রোগ্রাম অনুসারে সাড়ে ৬টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) পার্লামেন্ট হিলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এবং ৬টা ৩৫ মিনিটে স্যার জন এ. ম্যাকডোনাল্ড হলঘরে তিনি এসে পৌঁছান। হুযুর আনোয়ারের আগমণের পূর্বে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিবর্গ নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন, কানাডা সরকারের ছয় জন মন্ত্রী, ৫৭ জন জাতীয় সংসদ সদস্য, এবং জার্মানী, জামাইকা, ভারত, পেরু, শ্রীলঙ্কা, ইসরায়েল, হল্যান্ড, কাযাকিস্তান, আঙ্গোলা, ক্রোয়েশিয়া এবং ভেনিজুয়েলা- এই ১১ টি দেশের রাষ্ট্রদূত। এছাড়াও মার্কিন এম্বেসীর প্রথম সেক্রেটারী এবং লিবিয়ার এম্বেসীর প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অন্টোরিয়া প্রদেশের একজন মন্ত্রীও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও ৩০জনের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে চিফ অফ স্টাফ ফর মিনিস্টার, ডাইরেক্টর অফ এজুকেশনাল ফেলোশিপ, চিফ কমিউনেকশন অফিসার অফ কানাডিয়ান রেড ক্রাস, এসিস্টান্ট কমিশনার আর.সি.এম.পি, প্রফেসর এন্ড ডিন্স এন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি অফ ওটোয়া এন্ড কার্লটন ইউনিভার্সিটি, ডাইরেক্টর ন্যাশনাল কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর মুসলিমস, প্রেসিডেন্ট অফ প্রোগ্রেসিভ মুসলিম কানাডা, হিউম্যান রাইটস অফ কানাডার প্রতিনিধি, রিলিজিয়স ফ্রিডম, ইন্ডো - কানাডিয়ান বিজনিস চেম্বার, ইউ.এস. গভর্মেন্ট ইউ.এস.সি.আই, আর.এফ অফিসের প্রতিনিধিবর্গ এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মেম্বারস।

এই সকল উপস্থিতবর্গ নিজেদের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হুযুর আনোয়ারের জন ম্যাকডোনাল্ড হলে আগমণের পর তারা সকলে মঞ্চে চলে আসেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতে মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় শেখ আব্দুল হাদী সাহেব। তিলাওয়াতের পর তিনি এর ইংরেজি অনুবাদও উপস্থাপন করেন।

এরপর আসিফ খান সাহেব (সেক্রেটারী উমুরে খারজা) নিজের পরিচিতিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, আজ আমরা সকলে জন ম্যাকডোনাল্ড হলে একত্রিত হয়েছি। জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে আমরা কানাডা সরকারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে পার্লামেন্টের ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশন-এর সদর জুডি সিগরুকে ধন্যবাদ জানাই যিনি আজকের এই অনুষ্ঠানের রূপকার। আমি জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবর্গের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যাদের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রী, পার্লামেন্ট মেম্বার, সেনেটর, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

স্যার মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কার

অনুষ্ঠানের শুরুতে 'স্যার যাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কার' প্রদান করা হবে। এই পুরস্কার মানবতার সেবা করার কারণে দেওয়া হয়ে থাকে। এই পুরস্কারের ঘোষণা গত সপ্তাহে কানাডার জলসা সালানার ২৬ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে করা হয়েছিল।

স্যার যাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কার ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হয়ে থাকে যারা মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে অসাধারণ সেবামূলক কাজ করেছে। স্যার যাফরুল্লাহ্ খান পাকিস্তান গঠনের অন্যতম করিগর ছিলেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কিত চুক্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করারও সম্মান লাভ করেন। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭০-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি আন্তর্জাতিক আদালত হেগের মূখ্য বিচারপতি হিসেবে সেবারত থেকেছেন। তিনি কেবল জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সফল ছিলেন না, বরং ধর্মীয় বিষয়েও তিনি অসাধারণ ব্যুতপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন এবং তিনি এই বিষয়ে গর্ববোধ করতেন যে, শৈশবেই জামাত আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন এবং স্বয়ং আহমদীয়াতের প্রতিষ্ঠাতার হাতে বয়াত গ্রহণ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। জীবনে অসংখ্যা সফলতা সত্বেও তিনি অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর এবং বিনয়পূর্ণ জীবনযাপন করেছেন। আহমদীয়াতের আরও এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ডক্টর আব্দুস সালাম নোবেল, স্যার যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের উল্লেখ করে বলেন, অবসর গ্রহণের পর স্যার যাফরুল্লাহ্ খান তাঁর নিজের সঞ্চিত সমস্ত পুঁজি সেবামূলক কাজের জন্য উৎসর্গ করেন। অতএব, স্যার যাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কার এমন ব্যক্তিত্বকে প্রদান করা হয় যার মধ্যে নিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ এবং মানবতা সেবার অপার প্রেরণা রয়েছে।

এবছর যে ব্যক্তিকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তির শিক্ষাক্ষেত্র এবং মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে দীর্ঘদিনের সেবা রয়েছে। সত্তর এবং আশির দশকে তিনি এন্টারিও-র সুপ্রীম কোর্টে নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে হাই কোর্ট অফ জাস্টিস এবং ১৯৯০ সালে কোর্ট অফ আপীল-এ নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালে কানাডার সুপ্রীম কোর্টে নিযুক্ত হন। এই বছরের পুরস্কার প্রাপ্ত এই ব্যক্তি ২৭টি ইউনিভার্সিটি থেকে পুরস্কার অর্জন করেছেন। মানবাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপ এবং নিরলস পরিশ্রম আজও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে মানবাধিকার-এর হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন। একজন অকুতোভয় এবং সাহসী নেত্রী হিসেবে তিনি ২০০৭ সালে 'কম্পেনিয়ন অফ দি অর্ডার অফ কানাডা' নির্বাচিত হন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ২০১৬ সালে স্যার যাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কার অনারেবল লুই আরবার-কে প্রদান করা হচ্ছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) লুই আরবার মহাশয়াকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর লুই আরবার নিজের বক্তব্যে বলেন: মহা সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! সম্মানীয় অতিথি, মহিলা ও পুরুষবর্গ ! আমি অল্প কথায় একথা ব্যক্ত করতে চাই যে, এই পুরস্কার আমার জন্য সম্মানের কারণ। এই পুরস্কার সেই ব্যক্তিত্বের নামে যিনি ছিলেন একজন মহান বুদ্ধিজীবি, উকিল, বিচারপতি এবং রাষ্ট্রদূত। এটি আমার জন্য আরও বেশি সম্মানের কারণ যে, আমি সেই নামের সংস্পর্শে আসছি, কেননা স্যার যাফরুল্লাহ্ খান আন্তর্জাতিক ন্যায়িক আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং আমি সেই আদালতের একজন কর্মী। আমি এদিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই সময়

এরপর সাতের পাতায়......

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir